দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 13 2002

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। মেলার শেষ মুহূর্তে ভিড় বেড়েছে। কেনাকাটার মাত্রাও কিছুটা বেশি। কসমেটিক সামগ্রী বিক্রির স্টলে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন মহিলা ক্রেতাকে -জনকণ্ঠ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশন ফেয়ার ব্রিটেন যেতে হয়রানি ও বিড়ম্বনা কমাচ্ছে শিক্ষার্থীদের

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বাংলাদেশের গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি আস্থাহীন ও বিত্তবান শিক্ষার্থী ধরতেই আয়োজন করা হয়েছিল ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ার। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষার যে বিশাল বাজার রয়েছে তা আঁচ করতে পেরেছে ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই ভর্তির ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ ও যোগ্যদের গাইড করে ব্রিটেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে ব্রিটিশ কাউন্সিল এই মেলার আয়োজন করে। এর ফলে ব্রিটেনে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে বাংলাদেশে যেসব কনসালট্যান্সি ফার্ম রয়েছে তাদের শুরু হয়েছে দুর্দিন। এসব ফার্মের সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিলের কোল্ড ওয়ার শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শিক্ষামেলা সেদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। মেলার বদৌলতে ব্রিটেনে পড়তে হয়রানি ও বিড়ম্বনার সুযোগ না থাকায় তা বাংলাদেশী বিত্তবানদের আকৃষ্ট করছে।

ভর্তি তুলনামূলক সহজ হওয়ায় তা বাংলাদেশের সবাইকে স্বস্তি দিচ্ছে

কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজন করা হচ্ছে ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ার। ছাত্র ধরার এই অভিনব কৌশল ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যাশা পূরণ করছে। ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ার শুরুর পর গত পাঁচ বছরে ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমাগত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সদ্যসমাপ্ত ব্রিটিশ শিক্ষামেলায় প্রায় ২৫ হাজার বাংলাদেশী অভিভাবক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন, যা উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশার তুলনায় ছিল অনেক বেশি। এই মেলার মাধ্যমে সেদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যদের ভর্তি তুলনামূলক সহজ হওয়ায় তা বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বস্তি দিচ্ছে।

গত ৩১ জানুয়ারি থেকে তিন দিনব্যাপী রাজধানীর অভিজাত শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ার। আয়োজক ব্রিটিশ কাউন্সিল। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে শিক্ষার বাজার সম্পর্কে পজিটিভ ধারণা পেয়ে গেছে। ঐসব প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় শর্ত পূরণ এবং মোটা অঙ্কের টিউশন ফীসহ অন্যান্য খরচ বহনের মতো বিত্তবান বাংলাদেশে প্রচুর রয়েছে তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। '৯৭ সালে প্রথম ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ারে অংশ নিয়েছিল ব্রিটেনের সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩। এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫টি। ২০০০ সালে ব্রিটেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল ৭২৬ বাংলাদেশী শিক্ষার্থী। ২০০১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। এ বছর এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা যায়, আইন পড়তে ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ও বিবিএ বা এমবিএ পড়ার প্রতি ঝোঁক। ব্রিটেনে বার এট ল পড়ার প্রতি বাংলাদেশের বিত্তবান শিক্ষার্থীদের ঝোঁক বহু পুরনো। এই আগ্রহ ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

জানা যায়, বাংলাদেশে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র ধরতে আসছে সেগুলো ব্রিটেনে তেমন একটা নামকরা নয়। এর কারণ নামকরা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত সেদেশেরই মেধাবীদের ঠাঁই হয়। ব্রিটেনের মধ্যম ও নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্র ভর্তির জন্য ছুটে বেড়ায় বিশ্বের দেশে দেশে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিও সৃষ্টি হয়েছে তাদের আগ্রহ।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের এডুকেশন প্রমোশন এ্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার রিপা ওয়ালী জানালেন, বাংলাদেশের অনেকেই ব্রিটেনে পড়তে চায়। কিন্তু তারা ঠিকমতো গাইড পায় না। এ কারণে প্রতারিত হবার মতো ঘটনাও ঘটে। তাছাড়া ব্রিটেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে ভর্তি হওয়াটা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব বিষয় বিবেচনা করে আয়োজন করা হয়েছিল ব্রিটিশ এডুকেশন ফেয়ার। এই মেলার মাধ্যমে অনেক ছাত্র স্পট এডমিশনের সুযোগ পেয়েছে। অনেকে ফরম পূরণ করেছে এবং তাদের জানিয়ে দেয়া হবে ভর্তির খবর। কেবল ব্রিটেনের ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়া সম্পর্কে রিপা বলেন, সব প্রতিষ্ঠানকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১৫টি এলেও তা কম নয়। প্রতিবছর যেমন ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে তেমনি বাড়ছে মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্রিটেনের শিক্ষা